প্রতিবেশী গল্প

নীতিকা বসু

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

বাংলা ছোটোগল্পের জন্য আমরা গর্ব অনুভব করি। এ গর্ব কখনো অন্ধত্বে পৌঁছোয়। অন্যথায় ভারতের বিভিন্ন ভাষায় যেসব উচ্চমানের গল্প রয়েছে, তার দিকে তাহলে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হত। নানাসময়ে এসব গল্প পড়ে মনে হয়েছে বাংলায় তাদের রূপান্তর করলে বেশ ভালো হয়। আমার ভালো লাগার সঙ্গে সকলের ভালোলাগাকে মিলিয়ে দেবার ইচ্ছা নিয়ে গল্পগুলি তাই অনুবাদ করা হল। পাঠকদের ভালো লাগলে খুশি হব।

আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন শ্রী অশোককুমার মিত্র ও শ্রী বিষ্ণু বসু। কল্যাণীয়া রুণা সরকারের সাহায্যের কথাও স্বীকার করি। প্রসঙ্গত পৌলমীর কথাও বলতে হয়। শ্রী সন্দীপ নায়ককে বই প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

সূচীপত্র

অতিথি	বীণা শান্তেশ্বর	১১
বৃদ্ধ ফেরিওয়ালা	লক্ষ্মীকান্ত মহাপাত্র	১৯
হিফাজতি শাড়ি	কেতু বিশ্বনাথ রেড্ডি	২৩
শ্মশানের ফুল	সচ্চিদানন্দ রাউত রায়	২৮
মাগুনির গোরুর গাড়ি	গোদাবরীশ মিশ্র	৩২
আকর্ষণ	দয়ানিধি মিশ্র	৩৬
বাকদান	পুরাণম সুব্রহ্মনিয়ম শর্মা	৪১
চিল	বামন চৌরঘড়ে	৪৬
কলে জল এল	কে. সদাশিব	৫২
লেপ	সুজান সিংহ	৫৭
জাহ্নবী	জৈনেন্দরকুমার	৬০
সুপারি	য. গো. যোশী	৬৪
অথবা	ড. দলীপ কৌর দিওয়ানা	৬৯
চিফ-কে আমন্ত্রণ	ড. ভীষ্ম সাহনি	৭২

"শীলা দেশাই"।
"উপস্থিত আছি"।
"শান্তি পাটিল"।
"উপস্থিত আছি"।
"সরোজিনী দেশপাণ্ডে —
সরোজিনী দেশপাণ্ডে —"

হাজিরা খাতা থেকে মাথা তুলে লীলাবতী প্রফেসর চারিদিকে দেখলেন। সরোজিনীকে দেখা গেল না। কেন জানি হোস্টেলের সব মেয়েদের ওপর প্রফেসরের খুব রাগ হল। টেবিলের ওপর হাতের চাপড় মেরে জানতে চান যে সে কোথায়। "সে কি ভেবেছে যে তার খোঁজ নেবার কেউ নেই? কালও সে দেরি করে এসেছে। সে কি জানে না যে হাজিরা দেবার সময় তার উপস্থিতির প্রয়োজন। হোস্টেলে থাকার অর্থ রোজ রাত ৮টার সময় ঘুমাবে ও তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠবে। এখানে পড়াশোনার জন্য এসেছো না মজা করবার জন্য আসা হয়েছে? হ্যাঁ, তবে এ কথা জানি যে তোমাদের কারো কারো জরুরি কাজ থাকতে পারে— কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে আমি এখানে হোস্টেল সুপারের পদে আছি, তবে আমাকে জানিয়ে যেতে অসুবিধা কোথায়?"

কোনো জবাব মেলে না। দুষ্টু ছাত্রীরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে হাসে। আমি সামনে দাঁড়িয়ে আছি, তবু এদের সাহস কত? এত যে তিরস্কার করছি তবু লজ্জা বলে কোনো পদার্থ নেই? কিন্তু সরোজিনী গেল কোথায়? ওর যে লম্বামতো বয়ফ্রেন্ড আছে তার সাথে বেড়াতে যায়নি তো? সরোজিনী এত উদ্ধত হয়ে গিয়েছে যে সব কিছুর সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এত বলে যাচ্ছি অথচ তার কোনো পরোয়া নেই? কিছু কিছু মেয়ে আছে — ছেলেরা যখন কুকুরের মতো তাদের পেছনে লাগে তখন মেয়েগুলো সব ভুলে যায়। এদের বোঝানো আমার কর্তব্য।

এগিয়ে এসে প্রফেসর লীলাবতী বলতে থাকেন, "আমি তোমাদের স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি যে কোনো অকাজ বা কুকাজ এখানে থেকে চলবে না। আমি তা করতে দেব না। কাল থেকে কোথাও যেতে হলে আগে থেকে আমাকে বলে যেতে হবে। আর দেরি করে এলে দরোয়ানকে বলে দেব যেন দরজা না খোলে। কিছু গোলমাল হলে তো তখন সকলে আমাকে দায়ী করবে, তোমাদের তো নয়। আমার কথা স্মরণে রেখে চলবে সব।" মেয়েগুলো কি অহঙ্কারী! আমি বকুনি দেওয়া সত্ত্বেও একবারও 'আচ্ছা' বা 'ঠিক' বলল তো না আবার দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। আচ্ছা করে এদের ঠাণ্ডা করলে তবে পথে আসবে।

"সরোজিনী আসলে আমার সাথে যেন দেখা করে।"

হাজিরা খাতা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে প্রফেসর লীলাবতী নিজের ঘরে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে চেয়ারে বসে পড়েন।

কোনো একটা চিঠি টেবিলের ওপর পড়ে ছিল।

প্রঃ লীলাবতী নায়িকা, এম.এস.সি।

ছিঃ যে লিখেছে এই পত্র, সে এক মহামূর্খ। নামের আগে যে শব্দ ব্যবহার হয়েছে তা আদরসূচক। সম্মানসূচক নয়। আমার পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হয়ে গিয়েছে। কেন জানি এ পত্র দেখে আমার রাগ হচ্ছে। এক ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে এই চিঠি টেবিলের ওপর পড়ে আছে অথচ চিঠিটা পড়তে ভালো লাগছে না। ওপরের ছাপ দেখে মনে হচ্ছে যে কোনো স্কুলের থেকে এসেছে, কোনো কার্যক্রমের জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করেছে। আমার কাছে এর থেকে বেশি আর কী আসবে?

সকালে ছাত্রীরা পড়াশোনা ছেড়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে অথবা দূরে দেখা যায় পিওন চিঠি নিয়ে আসছে। ছাত্রীরা কাপড় গুছিয়ে নিয়ে দরজার কাছে থেকে পত্র নেয়। ওই সব ভারি ভারি পত্রের মধ্যে কী লেখা থাকে? চিঠি নিয়ে সব নিজের নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে চৌকির ওপর শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কী পড়তে থাকে? ওদের চিঠিতে কী এমন ব্রহ্মাণ্ড লেখা আছে? সবগুলো ননসেন্স। যতসব সেন্টিমেন্টাল কথা থাকে। একবার ওর গ্রামের এক বন্ধুকে ওই রকম চিঠি লিখত এক যুবক। ও লুকিয়ে একবার ওর সেই চিঠি নিয়ে এসে পড়ে। একেবারে হিন্দি সিনেমা। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় দু-জনে মেলামেশা করত, সকালে চিঠি লিখত ছেলেটির হোস্টেলের উদ্দেশে। দিনরাত ও যা স্বপ্ন দেখে তাই থাকত ওই চিঠির মধ্যে। সেদিন সত্যিই খুব বেদনা অনুভব করেছিল লীলাবতী, সারারাত্রি ঘুম আসেনি ওর চোখে। সেজন্য যখনই সরোজিনীকে ও দেখে ওর কথা ভেবে রাগে আগুন হয়ে যায়।

"ম্যাডাম আমি ভেতরে আসতে পারি কি?"

একটা সরু মিহি আওয়াজ ভেসে আসে। হ্যাঁ সরোজিনীই হবে। এতক্ষণ সেই ছেলেটির সাথে ঘুরেফিরে এসেছে বোধহয়।

"এসো"।

একটু ঘাবড়িয়ে সরোজিনী ভেতরে আসে। রাগ দূরে সরিয়ে রেখে সরোজিনীকে একবার দেখবার ইচ্ছা হয়। সত্যিই আজ ওকে খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। লাল টুকটুকে জর্জেট শাড়ি পরেছে, মাথায় লাল ফুল দিয়েছে। সুন্দর, অপূর্ব।

"কোথায় গিয়েছিলে?"

নিচু চোখে ঘরের মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকে। শুধু চোখেমুখে নয়, সারা শরীরে ওর এক মিষ্টি স্বপ্ন উঁকিঝুঁকি মারছিল।

"সরোজিনী, তুমি একেবারে শেষবারের মতো জ্বলেপুড়ে শেষ হতে চলেছ। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছ। রাত করে যখন তখন হোস্টেলে আসা চলবে না। যদি শুধু ঘোরাফেরা করে সময় কাটাতে চাও তবে কলেজ ছেড়ে দাও। বাবা মায়ের পয়সা নষ্ট করছ কেন? তোমার বন্ধুর কি কোনো কাজকর্ম নেই যে সব সময় ঘোরাফেরা বেড়ানো এইসব নিয়ে থাকে?

তোমার সাথে সবসময় ঘুরলে পরীক্ষায় পাস করবে কী করে? শেষে বুটপালিশ করে কি জীবন চালাবে?"

সরোজিনীর চোখ জলে ভরে গেল। সে কাঁদতে থাকে।

"যাও, ঘরে যাও, পড়াশোনা কর। তোমাদের মতো মেয়েদের জন্য হোস্টেলের বদনাম হয়ে যাচ্ছে।"

এই সময় আমি খুব মোটা হয়ে যাচ্ছিলাম, খুব কম খাই, দুধ খাই না। তবু শরীর দিনদিন ফুলে যাচ্ছিল। কলেজের ক্যান্টিনের পাশ থেকে একটি ছেলে ফিসফিস করে বলল, 'টুনটুন যাচ্ছে'। ছেলেদের কথা ঠিকই ছিল। আমি সত্যিই দিনদিন খুব মোটা হয়ে যাচ্ছিলাম। সরোজিনীর পাতলা কোমরের কথা মনে আসলে রাগ আসে। যাইহোক এখন সরোজিনীর কোমর, লালফুল, লম্বা দোস্ত, ওর প্রেমপত্র সব ভুলে গিয়ে স্কুলের অতিথি হয়ে যখন বক্তব্য রাখব তারজন্য পড়াশোনা করা দরকার। কাল উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের অতিথি হয়ে যাবার কথা, পরশু মহিলামণ্ডলের সঙ্গীত কার্যক্রমের সম্মানিত অতিথি হতে হবে। কাল যেখানে ভাষণ দিতে হবে সেখানে পুরুষ-বিরোধী ভাষণ হবে। মেয়েদের দায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবনাচিন্তা থাকবে। পুরুষের দর্প বা অহঙ্কার মেয়েদের আর সহ্য করলে চলবে না। আমি যেখানে যেখানে ভাষণ দিতে গিয়েছি সেখানে পুরুষ-বিরোধী বক্তৃতাই দিয়ে থাকি।

"পুরুষ সম্বন্ধে আপনার এত উষ্মা কেন?" একবার কলেজের এক সহযোগী কর্মী জিজ্ঞাসা করেছিল। বলেছিলাম, "জানি না কেন। পুরুষ জাতটির ওপর খুব রাগ। আমার মনে হয় মেয়েদের সরল মুগ্ধ স্বভাবের একেবারে প্রতিকূল স্বভাবের এই পুরুষজাত।" কিন্তু এর আগে অর্থাৎ যুবতী বয়সেও কি এমন রাগ বা উষ্মা ছিল? যখন প্রফেসর হননি। ভাইস প্রিন্সিপাল হয়ে যাননি, মেয়েদের হোস্টেলের প্রধান হয়ে বসেননি তখনও কি!

"মিস নায়িকা আমরা এবার ছুটিতে বেড়াতে যাচ্ছি। যাবেন তো আপনি?"

কে জিজ্ঞাসা করেছিল?

"মিস লীলাবতী, সবুজ রং-এর শাড়িতে আপনাকে ওয়ান্ডারফুল লাগছে।"

কে বলেছিল?

"মিস লীলা, বহুদিন মনের মধ্যে যে প্রশ্ন পুষে রেখেছি আজ কি সাহস করে তা বলতে পারি? আপনি আমার জীবনসঙ্গিনী হবেন কি?"

বিশ বছর আগে আমার প্র্যাকটিক্যাল টেবলমেট সদানন্দ বলেছিল। হ্যাঁ সেই ছিল পুরুষ। সত্যিকার পুরুষ।

প্রঃ লীলাবতী দরজা বন্ধ করে ওইদিনের জবাব লিখতে বসেন।

কিছু মাস আগে অতিথি হয়ে সব জায়গায় যেতে যেতে মন বিগড়ে যায়। এখন কোনো আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। "না না, যেতে পারবো না" বলে লিখে দেন। ঠিক এই রকম সদানন্দবাবুকে বলেছিল যে " না, সম্ভব হবে না," কিন্তু কেন? আজ বিশবছর এই প্রশ্নই মনের মধ্যে গুনগুন করে। বাবা কি এই বিয়ে মেনে নিতেন না? অথবা বিয়ে না করে একা একা জীবন কাটানোর ইচ্ছা ছিল? সে কি সদানন্দবাবুকে পছন্দ করত না? নিজের মনেই

লজ্জা পায় প্রঃ লীলাবতী। আজ এতদিন বাদে এসব প্রশ্ন মনে আসছে কেন? কত কাজ করবার আছে। সব ভুলে বিশবছর আগের ঘটনা নিয়ে পড়ে আছে কেন? উঠে পড়েন। ডাইনিং হলে এসে ঘুরে যান।

আজ কেন এত খিদে পেয়েছে? সমস্ত মেয়ে মজা করে খাওয়া দাওয়া করছে আর মনে হয় ওদের পেটের ভেতর বকরাক্ষস বাসা বেঁধেছে, আমার তো ভরপেট খেতে ইচ্ছেই করে না। এখন আমার একশো আশি পাউন্ড ওজন। এর থেকে বেশি হওয়া তো ভালো নয়।

সরোজিনী আরাম করে রুটি খেয়ে যাচ্ছে। আমাকে যে কথা দিয়েছিল দেখে মনে হয় তা ভুলে গিয়েছে। কোনো দুশ্চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। দুষ্টু মেয়েটাকে আবার বকুনি দিতে হবে।

"এই সরোজিনী, কেমন আছো? রাতে শুয়ে স্বপ্নের মধ্যেই দেখাশুনা হচ্ছে, না আবার নতুন করে মেতে উঠেছ?"

সব মেয়ে হাসতে থাকে। প্রফেসর হাসতে হাসতে বলেন, "সরোজিনী আমার কথা বুঝেছে, কারণ ওর চেহারাতেই মালুম হওয়া যায়।"

খেতে দু'মিনিট লাগে। তারপর এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সমস্ত হোস্টেল রাতে ঘুরে ঘুরে দেখা। যে মেয়েদের বয়ফ্রেন্ড আছে তারা তাদের কথা একে অপরকে শোনায়, এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে সকলে গল্প করতে থাকে, তাদের প্রত্যেককে তাদের ঘরে ঢুকিয়ে দিতে হয়। তখন প্রায় ১১টা বাজে। সকলে যে যার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এটাই রোজকার নিয়ম। কোনো দরজা অর্ধেক খোলা। কোথাও সব বন্ধ। কোথাও সব খোলা। ইংরাজি, হিন্দির মাঝে কন্নড় গান শোনা যায়। পায়ের চপ্পলের আওয়াজ আর শোনা যায় না। ফিসফিসিয়ে কথা চলতে থাকে।

আমার দেখার চোখের বয়স কত? আজ যদি আমি বারো সন্তানের মা হতাম তবে বুড়িদের মতো দেখার বয়স হত? কিন্তু সে চিন্তা তো আমার নেই। নিজের রূপ তো নষ্ট হয়নি। সেদিন প্রিন্সিপাল তাঁর প্রশংসা করে বলেছিলেন যে তাঁকে বেশ জোয়ান লাগে অর্থাৎ প্রফেসর লীলাবতী বেশি মোটা হয়ে যাননি। যখন তিনি সব টহল দিয়ে ফিরছিলেন তখন কারও কথায় তিনি আঘাত পান।

"কাল যদি চিৎকার হয় তবে দিদিমা একেবারে এখানে বসে থাকবে।" এ আওয়াজটি কার? বোধহয় লুসি বলে যে মেয়েটি ইংরাজি বিষয়ে এম এ.-তে ভর্তি হয়েছে তার গলার স্বর। এই ঘরটি তারই। 'শূর্পনখা' সিনেমায় কী চলছে? কাল যখন থাকব না তখন সিনেমা দেখার প্ল্যান চলছে বোধহয়।

লীলাবতী চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকেন। আমাকে দিদিমা বলছে। এতই দুষ্টু। আমি বি. এ. ক্লাসে যেমন পাতলা আর স্মার্ট ছিলাম এখনও আছি। আমার মতো বয়সে ও দিদিমা হয়ে যাবে। কাল যখন উপস্থিতির জন্য নাম ডাকব তখন সকলকে তিরস্কার করব। কিন্তু কাকে করব? এখন মনে হচ্ছে ভেতরে গিয়ে ওদের খুব মারধোর করি। বলি আরে বিয়ে হওয়া পরিবার তো গাধা। ভাইস প্রিন্সিপাল বা হোস্টেলের প্রধান হওয়ার যোগ্যতা কি সকলের থাকে? কাল দেখা যাবে। তোদের আনন্দের ঢেউ -এর বন্যায় কোন কোন চণ্ডালিনী আছে? কাল সিনেমা যাওয়ার প্ল্যান কীভাবে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া যায় সেটাও ভাবতে হবে?

লুসি কীভাবে জানল যে ওই মেয়েদের হাইস্কুলে অতিথি হয়ে আজ যাব? বক্তৃতা দেওয়ার পর বিদ্যালয় কমিটির চেয়ারম্যানের গাড়ি করে ফিরব। আমি যখন ফিরব তখন দশটা বেজে যাবে। জর্জ বলেছে যে গাড়ি নিয়ে আসবে কিন্তু সেটা কি ভালো দেখাবে?

লুসি বলে, "কাল দিদিমা ভাষণ দিতে যাবে। রোজই প্রায় এই রকম অতিথি হয়ে যায়। এইভাবে ওর জীবন যাবে।"

প্রফেসর লীলাবতীর রক্তে আগুন ধরে, কিন্তু ভেতরে গিয়ে মেয়েদের গালিগালাজ করতে ভালো লাগে না। তাঁর মনে হতে থাকে যে তিনি একদম হেরে গিয়েছেন।

"লুসি, তুমি আজ রাতে আমার সাথে শোবে। কাল রাতে খারাপ স্বপ্ন দেখে মন শরীর খারাপ হয়েছিল।" লুসিকে এ কথা বলে লীলাবতী সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান। ডাক্তার বলেছিল "হার্ট ঠিক আছে, ওষুধ খেয়ে যান।"

"আমার বোনের হার্ট বলতে কিছু নেই ডাক্তার, তার আবার ভালোমন্দ কী!" নিজের ছোটোভাই এইভাবে ডাক্তারের সামনে বলেছিল।

সংসারে সকলের চোখে সে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীনা এবং শক্ত পাথরের সমান।

"তোমার কি হৃদয় বলতে কিছু নেই লীলা? তোমার অন্তরের মধ্যে কোনো ভাবনা হয় না? তুমি এত নিষ্ঠুর পাথরের সমান কেন?" সদানন্দের এ কথা শুনে ওঁর মনে অভিমান হয়েছিল।

সেদিন এ কথা শুনে অভিমান হয়েছিল, ব্যথা লেগেছিল কিন্তু আজ এ সব শুনে আর কিছু মনে হয় না।

"আমি ভেতরে আসতে পারি—" মিষ্ট সুরেলা সুরে কে যেন বলে। ঊর্মিলা কেলকর। এবার রসায়নশাস্ত্র শেষ করে ডিপার্টমেন্টে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে এসেছে।

"আসুন আসুন ঊর্মিলা। কী খবর?" লীলাবতী উঠে বসেন। খুব সুন্দরী মহিলা, ফরসা, লম্বা, খুব আকর্ষণীয়া। রসায়ন বিভাগের সব অধ্যাপক, ডেমনস্ট্রেটর, কিছু ছাত্র সব ওর জন্য পাগল। পুরুষজাতই এমন, কুকুরের জাত যেমন হয়।

"না, বিশেষ কিছু না। আপনার কাছে যে ট্রাভেলিং ব্যাগ আছে সেটি নেব বলে এসেছি।" ঊর্মিলা বলে।

"আরে বসুন, দেব তো নিশ্চয়। কাল রবিবার, কোথাও কোনো স্পেশাল প্রোগ্রাম আছে নাকি?"

"ওই দিকে যে বাঁধ আছে সেখানে ডিপার্টমেন্টের লোকেরা পিকনিকে যাবে। সন্ধ্যায় ফিরবো।"

"বসুন না— এত তাড়া কীসের? কাল কি সকলেই যাচ্ছে?" এরপর ঊর্মিলা বসে। বলে, "না, আমরা সব ইয়ং গ্রুপই যাচ্ছি। বুড়ো প্রফেসরদের নিলে তো ঠিক আনন্দ জমবে না।"

"ঠিকই তো।" হেসে হেসে লীলাবতী বলেন। কিন্তু এই সব যুবক ও যুবতীর দল কোথায় কোথায় যাবে, কী করবে এই ভেবে তাঁর বুকের ব্যথা বেড়ে যায়।

"ম্যাডাম, আজকের তাজা খবর শুনেছেন? আপনার সরোজিনীর বয়ফ্রেন্ড রোমিওর কথা। সে বিয়ে-থা করবার ছেলে নয়। একদম ফুর্তির জন্য সে মেয়েদের সাথে অভিনয়